শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সহ — বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায়ের মূল তিনটি পুরাণ

[মোট আঠেরোটি পুরাণ বা মহাপুরাণকে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন পার্থিবগুণের ভিত্তিতে এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে —

সাত্ত্বিক পুরাণ — বিষ্ণু, ভাগবত, নারদীয়, গরুড়, পদ্ম এবং বরাহ।

রাজস পুরাণ — ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য এবং বামন।

তামস পুরাণ — শিব, লিঙ্গ, স্কন্দ, অগ্নি, মৎস্য এবং কূর্ম।

এছাড়াও আঠেরোটি উপপুরাণ আছে, রঘুনন্দনের দেওয়া যে তালিকা পাওয়া যায় 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ। আঠেরোটি উপপুরাণ —

সনৎকুমার, নরসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম, আশ্চর্য, নারদ, নন্দিকেশ্বরদ্বয়, উশনস্, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, কল্কি, দেবী, পরাশর, মরীচি, ভাস্কর বা সূর্য।

বর্তমান আলোচনায় আমরা সাত্ত্বিক পুরাণ শ্রেণী থেকে ভাগবত পুরাণ, রাজস পুরাণ শ্রেণী থেকে মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর অন্তর্গত চণ্ডী বা সপ্তশতী বা দেবীমাহাত্ম্য, এবং তামস পুরাণ শ্রেণী থেকে শিবপুরাণ অন্তর্ভুক্ত করলাম। প্রত্যেক শ্রেণী থেকে একটি করে পুরাণ নির্বাচন করার কোনো পরিকল্পনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়, আসলে বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব — এই তিনটি সম্প্রদায় সেই মধ্যযুগ থেকে হিন্দু ধর্মের পরিচিতির মধ্যে গৃহীত হয়ে গেছে, এবং সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা সত্ত্বেও হিন্দুত্বর আবরণে অদ্যাবধি তাদের দাগিয়ে রাখা হয়েছে। সেই ঐতিহাসিক সত্যটিকে সচেতনভাবে মাথায় রেখে তিনটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিমূলক পুরাণ তিনটিকে বেছে নেওয়া। সম্প্রদায়গুলির ধর্মাচরণের মূল গ্রন্থই হল এই তিনটি পুরাণ। ভাগবত পুরাণের সঙ্গে গীতাকেও আমরা একই আলোচনায় জুড়েছি। কারণ, গীতা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্র হিসাবে বিবেচিত। M. Winternitz তাঁর A History of Indian Literature, Vol. 1-এ বলেছেন গীতা ভাগবতদের ধর্মশাস্ত্র। ভাগবতেরা বৈষ্ণবদের একটি শাখা, খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে গান্ধার অঞ্চলে যাদের বিস্তৃতির চিহ্ন পাওয়া যায়।

এই পুরাণগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। শুধু পৌরাণিক ধর্ম বা রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, এগুলিতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস

এবং কিছু কিছু ভৌগোলিক তথ্য। সাধারণ সামাজিক মানুষের বেদপাঠ বা ধর্মচর্চার অধিকার না থাকায় পুরাণগুলির জনপ্রিয়তা বেড়েছিল। খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে সপ্তম শতাব্দীর অন্তর্বর্তী কালের মধ্যে লিখিত এইসব পুরাণগুলি সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্মচর্চার আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তার কারণ এগুলি ভারতীয় সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়, এককালে এগুলির প্রভাব ছিল ব্যাপক, বিস্তৃত। —সম্পাদক, দশদিশি]